﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

﴿মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বেও বহু রসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং যেকেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে কখনো আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারবেনা; বরং আল্লাহ্‌ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরষ্কৃত করবেন। ﴾

[সূরা আলে-ইমরানঃ আয়াত ১৬৬]

"যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সাঃ) -এর প্রাণ তাঁর নামে শপথ করে বলছি,

আমার ইচ্ছে হয়, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করি এবং শহীদ হই,

আবার যুদ্ধ করি এবং শহীদ হই,

আবার যুদ্ধ এবং করি শহীদ হই।"

-হযরত মুহাম্মদ ﷺ

আল্লাহর শপথ! আমরা হাটু উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তোমাদের সাহায্য করতে থাকবো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সেই স্বাধ (শাহাদাহ) গ্রহণ করতে পারি যেই স্বাধ হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব গ্রহণ করেছিলেন।

- শাইখ ওসামা বিন লাদিন رحمه الله

আস্-সাহাব মিডিয়ার পরিবেশনায়ঃ

শাইখ ওসামা বিন লাদিন رحمه الله এর শাহাদাতের উপর

ক্বারী উস্তাদ আহমেদ ফারুক (আল্লাহ্ তাঁকে হিফাজত করুন) -এর

মর্মস্পর্শী খুতবাহ [খুতবাহটি উর্দূ থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে]

১৪৩৩ হিজরী, মুহার্‌রম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, দূরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ -এর প্রতি, তাঁর পরিবার এবং সাহাবীগণের প্রতি ...

অতঃপর,

সর্বপ্রথম আমি আমার নিজের এবং এই উম্মাতের প্রাণপ্রিয় শাইখ, মুজাহিদীনদের নেতা উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদিন رحمه الله এর শাহাদাতের সুসংবাদ দিচ্ছি এবং সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দো'য়াও করছি, যেন তিনি শুধু ইসলামী ইতিহাসই নয় বরং পুরো মানব জাতির ইতিহাসে এই মহান ব্যক্তিকে তাঁর দরবারে সবচেয়ে উঁচু মাকাম ও মর্যাদার স্থানে পৌছিয়ে দেন এবং তাঁকে আম্বিয়া, সিদ্দীক্বীন ও শুহাদাগণের সাথী বানিয়ে দেন। যে নবীর উম্মতের শোকে তিনি সারা জীবন অস্থিরচিত্ত ছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাঁকে সেই নবীর সংস্পর্শ পাওয়ার তৌফিক দান করেন। যে রবের দ্বীনের জন্য তিনি তাঁর সব সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন,নিজের সন্তান কোরবানী দিয়েছেন এবং স্ব-পরিবারে হিজরত করার কষ্ট সহ্য করেছেন আর এখন তাঁর রবের দীদারের মাধ্যমে নিজের চোখকে শীতল করেছেন, সেই রবের নিকট ফরিয়াদ করছি, তিনি যেনতাঁর উপরে এমনভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যান, যাতে আর কখনো অসন্তুষ্ট না হন।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এটাও বিনীতভাবে মিনতি করছি, *তিনি যেন আমাদের এবং এই উম্মতের প্রতিটি মু'মিনের অন্তরকে শাইখ ওসামার প্রতি শ্রদ্ধা ভরা ভালবাসায় পরিপূর্ণ করে দেন এবং জান্নাতেরসবচেয়ে উঁচু মাকামে শাইখের সাথে আমাদের সবাইকে মিলিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।*

আমার প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! এত মর্যাদাপূর্ণ জীবনীর পরে এই সম্মানজনক মৃত্যু খুব কম মানুষের জীবনেই দেখা গিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন। কিছু সময়ের জন্য চিন্তা করে দেখুন! খিলাফতের পতনের পর থেকে শুরু করে এই উম্মতের গর্দানের উপর কতইনা শাসক, সেনাপ্রধান অথবা রাজনৈতিক নেতারা এসে চেপে বসেছিল অথবা কত মহান ব্যক্তিত্ব এই উম্মতের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কত দ্বীনদার, আলিম ও দা'য়ী এই উম্মাতের কল্যাণের জন্য কাজ করে গিয়েছেন, কিন্তু শাইখ উসামা বিন লাদেন رحمه الله এর মত এমন কেউ কি গত হয়েছেন, যার মৃত্যুতে কুফরে মিল্লাততাদের খুশি ধরে রাখতে না পেরে মদ খাওয়া অবস্থায় এবং নাচতে নাচতে রাস্তায় নেমে পড়েছে? খিলাফতের পতনের পর থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমা আগ্রাসীদের জন্য, পূর্বের মুশরিকদের জন্য এবং পথভ্রষ্ট ও লানতপ্রাপ্ত ইহুদীদের জন্য এই একটি নাম ছাড়া কি আর কোন নাম কি তাদের অন্তরকে আতঙ্কিত করেছিল? নিঃসন্দেহে এই মোবারক মৃত্যুই একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলিল যে, উম্মতের মুক্তি,কুফ্ফারদের পরাজয়, দ্বীনের বুলন্দি এবং খিলাফতের প্রতিষ্ঠা শুধু জিহাদ ও ক্বিতালের পবিত্র রাস্তা ছাড়া অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। যে কেউই এই রাস্তাকে ঠিক সেইভাবেদৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে থাকবে, যেভাবে আঁকড়ে ছিলেন শাইখ উসামা প্রায় দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ, তবে সে-ও শাইখ ওসামার মতই কুফরে মিল্লাতের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে যাবে। কারণ, কুফরে মিল্লাতের এই আতঙ্ক উসামার নামে নয়, বরং তা উসামার কাজের জন্য ছিল। এই মোবারক মৃত্যুই একটি সুস্পষ্ট দলিল যা কুফ্ফাররাও ভাল করে জানে যে, তাদের এই মিথ্যা ভোগ-বিলাসীর জীবন, সফলতা ও ব্যর্থতা, কামনা-বাসনা এবং এখতিয়ারের উপর যদি কোন ধরনের বিপদের আশঙ্কা থেকে থাকে,তাহলেতো হচ্ছে এই উম্মতের ঐ সকল যুবকেরা যারা তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেকুফরের সাথে ময়দানে জিহাদে পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছে। এই মোবারক মৃত্যুই এর দলিল যে, তিনি জিহাদের এই পথকে নেতৃত্বের লোভ, সম্পদের লালসা অথবা পদমর্যাদা আকাঙ্খায় বেছে নেন নি, বরং তাঁর রবের সন্তুষ্টি অর্জন, জান্নাতে দাখিল হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা এবং এই উম্মতের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে এই পথে নিয়ে এসেছে। আর এজন্যই ইন্দোনেশিয়া থেকে আল-জাজায়ের পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই তেহরীকের নেতাদের নিজেদের জীবনকে নজরানা হিসেবে পেশ করার মাধ্যমে তেহরীককে এক নতুন প্রাণশক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। আর এবার তানজীম আল-কায়দার মারকাজী আমীর, মুজাহিদীনদের মাথার তাজ এবং এই উম্মতের হৃদয়ের স্পন্দন শাইখ উসামা رحمه الله তাঁর প্রতীক্ষিত শাহাদাতের মাধ্যমে এই উম্মতকে গর্ব দান করেছেন এবং আমেরিকান বাহিনীর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ করার মাধ্যমে না শুধু তাদের হেলিকপ্টার ধ্বংস করেছেন,বরং তিনি নিজেকে তাদের হাতেজীবিত আটক হওয়ার পরিবর্তে শাহাদাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।আর বাকি রইল পশ্চিমা বিশ্বের উল্লাস! তা তো অতি স্বল্প সময়ের জন্য ও মন ভোলানো মাত্র। পশ্চিমা বিশ্বে যাদের নূন্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে তারাও এ কথাটি ভাল করে জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত ও ইহসানে শাইখ উসামা

رحمه الله এই উম্মতের অন্তরে জিহাদের প্রতি ভালবাসা এবং শাহাদাতের তামান্নার এমন এক বীজ বপন করে গিয়েছেন যার শিকড় এখনঅনেক গভীরে প্রোথিত, তা আরও মজবুত হয়ে সুদৃঢ় বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় সারা কুফরে মিল্লাত মিলেও উৎপাটন করতে পারবে না। আগ্রাসী সম্মিলিত কাফির বাহিনীরও এ বিষয়টি জানা থাকার কথা যে, আমরা হচ্ছি এমন এক দ্বীনের অনুসারী যাদের রয়েছে আসমানী ওহীর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের শক্তি আর আক্বীদা তাওহীদের মজবুত হাতল যা এই উম্মতকে উঠে দাঁড়াতে,দৃঢ় রাখতে এবং কুফরের মাথাগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এই দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন, আর এর হিফাজত করার ওয়াদাও তিনি স্বয়ং করেছেন। তাই ব্যক্তি যতই উঁচু মর্যাদাপূর্ণ হোক না কেন, তাঁদের আসা অথবা চলে যাওয়াতে এই উম্মত না পূর্বে কখনো দূর্বল হয়েছিল আর না পরবর্তীতে কখনো হবে। আমরা তো সেই নবী ইমামুল আম্বিয়া ﷺ এর উম্মত, যাঁর মত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এই জমিনের বুকে না পূর্বে কখনো জন্মগ্রহণ করেছিল আর না ভবিষ্যতে কখনো আসবে, তিনি যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তাঁর মূল্যবান জ্ঞান ও দিকনির্দেশনাকে আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন। আর এ কারণেই ঐ দূর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতেও সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর رضي الله عنه- মত সাহাবী মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে সেই ঐতিহাসিক খুতবাহ্ দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন, ***"তোমাদের মধ্যে যে কেউ মুহাম্মাদ ﷺ এর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখো, আজ মুহাম্মাদ ﷺ মারা গিয়েছেন। আর তোমরা যারা মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করতে তারা জেনে রেখ তিনি হচ্ছেন চিরঞ্জীব এবং তিনি কখনো মারা যাবেন না।"***

এখানে আমি পাকিস্তানে বসবাসরত আমাদের মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলবো, প্রিয় ভাইয়েরা! আমার এবং আপনাদের জমিনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটি প্রতিটি মুসলিমের জন্য একটি পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেকের কথা এবং আমলের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেবহাল রয়েছেন। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাও সেনাবাহিনী এই উম্মতের সাথে, এই দ্বীনের সাথে এবং জিহাদের সাথে প্রথম কোন খিয়ানত ও গাদ্দারী করেনি।দীনার ও দিরহামের এই দাসেরা যেভাবে তাদের ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করেছে এবং তাদের বেহায়াপনা চরিত্রেরপতন ঘটিয়েছে তা জানার জন্য বিগত দশ বছরে একটু চোখ বুলানোই যথেষ্ট। ইমারাতে ইসলামী আফগানিস্তানের পতনের পর দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার মুজাহিদীনরা যখন আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়ার জন্য এসেছিল, তখন এখানকার প্রতিটি জায়গা থেকে সচেতন মুসলিমরা তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতার দরজা খুলে দিয়েছিল। আর প্রতিটি জায়গাতেই যেখানে মুজাহিদীনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং আশ্রয় দেয়া হচ্ছিল সেখানেই পাকিস্তানের এই নাপাক সেনাবাহিনী ও তার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের সাথে খেয়ানত করেছিল এবং আশ্রয়দানকারীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা তো বহু ঘটেছে, কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি, বেলুচিস্তানের মুসলিম ভাইয়েরা শাম-এর সম্মানিত মুজাহিদ, মুফাক্কীর এবং দা'য়ী শাইখ আবু মুসা'আবকে আশ্রয় দিয়েছিলেন,আর এই নাপাক বাহিনী ও তার গোয়েন্দা সংস্থা তাঁকে কোয়েটা থেকে গ্রেফতার করে তাদের আমেরিকান প্রভূর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিল। পাঞ্জাবের মুসলিম ভাইয়েরা ১১ই সেপ্টেম্বরের মোবারক হামলার এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের পরিকল্পনাকারী খালেদ শাইখ এবং মুজাহিদীন কমান্ডার শাইখ আবু যুবাইদাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন,আর এই কুলাঙ্গার সেনাবাহিনী এবং নির্বোধ গোয়েন্দা সংস্থা তাদেরকে রাওয়ালপিন্ডি এবং ফায়সালাবাদ থেকে গ্রেফতার করে তাদের প্রভূদের কাছে সোপর্দ করে দেয়। সিন্ধ-এর মুসলিম ভাইয়েরা মুজাহিদীনদের অন্যতম নেতা শাইখ রামজি বিন শাইবাহকে আশ্রয় দিয়েছিলেন,আর আমেরিকার এই গোলামেরা তাঁকে করাচী থেকে গ্রেফতার করে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করে দেয়। সারহাত-এর মুসলিম ভাইয়েরা লিবিয়ার একজন বিশিষ্ট মুজাহিদ নেতা শাইখ আবুল ফারাশকে আশ্রয় দিয়েছিলেন,আর এই কুলাঙ্গারেরা তাঁকে মার্দান থেকে গ্রেফতার করে আমেরিকার হাতে সোপর্দ করে দেয়। সীমান্তবর্তী উপজাতীয় এলাকাগুলোর বাসীন্দারা তাদের ঘর ও হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুজাহিদীনদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং হিফাযত করেছেন। কিন্তু এই নিকৃষ্ট সেনাবাহিনী ও তার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এখানেও তাদের পিছু ছাড়েনি, তাদের উপর একের পর এক অপারেশন এবং ড্রোন হামলা চালিয়ে তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর কার্যক্রম এখনো জারি রেখেছে। আরব, আফ্রিকা, এশিয়া, তুর্কিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়া সহ দুনিয়ার বহু জায়গা থেকে তাদের ফরজ আদায়ের তাগিদে এবং ক্রুসেডারদের আগ্রাসন থেকে এই উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য আগত এই পবিত্র কাফেলার পবিত্র রক্ত দিয়ে তারা তাদের হাতকে নাপাক করেছে। আর এখন তাদের গাদ্দারী ও খিয়ানতের অপকর্মের ধারাবাহিকতা হিসেবেএই দাজ্জালী বাহিনী ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থা এ্যাবোটাবাদে পাকিস্তানের মুসলমানের ছায়াতলে থাকা অবস্থায় উম্মাতের সেই মহান বীর, ঈমানদারদের চোখ শীতলকারী শাইখ উসামা বিন মোহাম্মাদ বিন লাদিন رحمه الله-এর রক্তকে সামান্য কিছু ডলার ও দুনিয়ার অতি নগণ্য ভোগ

সামগ্রীর বিনিময়ে সওদা করেছে। জিহাদের ময়দানের সেই মহান নেতা যাকে আমেরিকা ও তার মিত্র বাহিনী বিগত ১০ বছর যাবৎ হন্য হয়ে খুঁজেও ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল, এই গাদ্দারেরা কিছু ডলারের বিনিময়ে তাদেরকে তাঁর ঠিকানা পর্যন্ত পৌছাতে সহায়তা করেছে,এদের নাপাক বাহিনী এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছে, এদের ফৌজী ক্যাম্প থেকে তাদের হেলিকপ্টারগুলো এসেছিল। ঐ ব্যক্তি যার সারাটা জীবন কেটেছে এই উম্মাতের মা-বোনদের সম্মান রক্ষা করার কাজে, আর এই খেয়ানতকারীরা তাঁর পবিত্র ঘর থেকে মহিলা ও শিশুদেরকে গ্রেফতার করেছে। পাকিস্তানের কুলাঙ্গার প্রধানমন্ত্রী স্ব-গর্বে এই কার্যক্রমের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা ঘোষণা করেছে, ওবামা ও হিলারী ক্লিনটন তাকে তাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য প্রশংসা করেছে।অথচ এতকিছু করার পরেও মুজাহিদীনদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রমের ভয়ে সেনাবাহিনী ও সরকার সাধারণ মুসলিমদেরকে এই কথা বোঝানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, এই পুরো অপারেশনের সাথে তাদের কোন ধরনের হাতই ছিল না।

পাকিস্তানে বসবাসরত প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! এখন কথা এবং আবেগকে আমলে পরিণত করে দেখানোর সময় এসেছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তার গোয়েন্দা সংস্থা এই দেশের মুসলমানদের মাথার কলংক হয়ে আছে। এরা এখানে বসবাসরত মুসলিমদের হিফাযতকারী নয়, বরং এরা হচ্ছে তাদের রক্ত পিপাসু, সম্পদের দুশমন এবং ইজ্জতের লুণ্ঠনকারী। এরা যখনই কোন সুযোগ পেয়েছে, তাদের প্রভূদের খুশি করার জন্য মুসলমানের রক্ত ঝড়িয়েছে। এরাই হচ্ছে সেই কুলাঙ্গার বাহিনী যারা বাংলাদেশে হাজারো হাজার মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে,বাঙ্গালী যুবকদেরকে কাতারে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে, ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে ভারী গোলা বর্ষণ করেছে, এরাই বেলুচিস্তানের মুসলমানদের উপর জেট বিমান, হেলিকপ্টার এবং কামানসহ সব ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যবহার করেছে,যা যেকোন শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরাই উপজাতীয় এলাকাগুলোতে ঈমানের প্রতীককে মিটানোর জন্য এ,পি ফকির رحمه الله এর সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অসংখ্য বার হামলা চালিয়েছে এবং এই এলাগুলোকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছে। এরাই মালাকান্দ ও সোয়াতের ভূমি থেকে জেগে উঠা শরীয়াহর আওয়াজকে স্তব্ধ করার জন্য বিগত ত্রিশ বছর যাবৎ বার বার যুলুম-অত্যাচার, হত্যাকান্ড, বোমা বর্ষণসহ সব ধরনের অপকর্ম চালিয়ে আসছে,যার নজির সাম্প্রতিককালে খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। এরাই লাল-মসজিদের পবিত্রতাকে অপবিত্র করেছে, কোরআনকে অসম্মানিত করেছে, উলামা ও দ্বীনি শিক্ষার্থীদেরকে হত্যা করেছে, হিজাব পরিহিত নির্দোষ বোনদের রক্ত ঝড়িয়েছে। এরাই এই উম্মাতের মেয়ে আফিয়া সিদ্দিকীকে তাঁর নির্দোষ সন্তানসহ কাফিরদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। এরাই প্রবীণ মোল্লা আব্দুস সালাম জাইফ, উস্তাদ ইয়াসির, মোল্লা আব্দুল লাতিফ হাকিমী, মোল্লা ব্রাদার এবং মোল্লা মানসুর দাদুল্লা সহ ইমারাতে আফগানিস্তানের বহু দায়িত্বশীল নেতাদেরকে গ্রেফতার করেছে। আর এরাই হচ্ছে সেই কুলাঙ্গার বাহিনী যারা যখনই কোন সুযোগ পেয়েছে তখন তাদের প্রভূদেরকে খুশি করার জন্য পাকিস্তানের মধ্যে আশ্রয়রত বহু মুহাজির মুজাহিদীন ভাইদেরকে গ্রেফতার ও শহীদ করেছে। তাই এখন এ কথা ভাল করে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এর সমাধান শুধু কিছু নেতাদের পরিবর্তন করার মাধ্যমে হবে না, অথবা এক জেনারেলকে সরিয়ে দ্বিতীয় অন্য জেনারেল নিয়ে আসার মাধ্যমেও এর সমাধান হবে না, সত্যিকার অর্থে, এর সমাধান শুধু চেহারার পরিবর্তনে নয়, বরং পুরো শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই আসবে। যতদিন পর্যন্ত এই শাসন ব্যবস্থা ইংরেজদের কুফরী মতবাদ দিয়ে পরিচালিত হবে, এদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আক্বীদাহ কোরআনের তাওবাহ এবং আনফালের মতসূরা থেকে জিহাদের দিকনির্দেশনা নেয়ারপরিবর্তে ইংরেজদের কিতাব থেকে নেয়া হবে, যতদিন পর্যন্ত তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজদের দেয়া সিলেবাস ও একাডেমী দ্বারা পরিচালিত হবে, ততদিন পর্যন্ত এই বাহিনীর জন্য এ ধরনের কুলাঙ্গার সেনাপ্রধান জন্ম হতে থাকবে, যারা দেশকে দ্বীনের উপর, বেতনকে ঈমানের উপর, প্রমোশনকে আত্মমর্যাদাবোধের উপর এবং অফিসারের আদেশকে আল্লাহ তা'য়ালার আদেশের উপর প্রাধান্য দিতে থাকবে। আর এই উম্মাতের যেকোন নাজুক পরিস্থিতিতে এরকমই ক্ষতি করতে থাকবে, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা খিলাফতের পতনের সময় এবং বর্তমানে ইমারতে আফগানিস্তানের পতনের সময়ে একই ধরনের ক্ষতি সাধন করেছে।

পাকিস্তানে বসবাসরত প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! পাকিস্তানের দাবি একমাত্র শরীয়াহ ছাড়া অন্য আর কিছু নয়। আর শরী'য়াহ জিহাদের মাধ্যমে আসবে। যখনই এখানে শরীয়াহ কায়েমের জন্য কোন প্রচেষ্টা চালানো হবে, তখনই বর্তমান এই কুফরী শাসন ব্যবস্থার হিফাযতকারীরা তাদের পূর্ণ শক্তি সামর্থ্য নিয়ে এর সামনে বাধা দেয়ার জন্য আসবে। তাই এদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ বাকি থাকবে না। ইসলাম দ্বীনে ফিতরাতের একটি নাম। এখানে **"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি সঞ্চয় কর ..."** বলে খারাপ শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করার নির্দেশ দেয়, **"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করতে**

থাকো, যেমনভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে ..." বলে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়। তাই যে কোন ব্যক্তি, দল অথবা জাম'য়াত এই দাবী করে যে,তারা পাকিস্তানের মধ্যে ইসলামকে বিজিত ও এর দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতে দেখতে চায়, তাহলে সেজন্য এটি আবশ্যক যে, তারা এজন্য তাদের শক্তি সঞ্চয় করে আর লোহার মোকাবেলা লোহার মাধ্যমে করে এবং কুফরী ব্যবস্থার মোকাবেলায় বিশুদ্ধ ঈমানী চেতনার পথ বেছে নেয়।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদেরকে এখন অবশ্যই ভয়-ভীতির এই চাদরকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং দুনিয়ার উপরে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের মাধ্যমে আমাদের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, **"তোমরা কি তাহলে এদেরকে ভয় কর? অথচ ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ-ই হচ্ছেন এর চেয়ে বেশি হক্বদার, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।"** তাই এই দেশের প্রতিটি সচেতন মুসলিমের এখন এটিফরয দায়িত্ব যে, সে সকল প্রকারের ভয়-ভীতিকে ঝেড়ে ফেলে আমেরিকার গোলামী থেকে মুক্তি আর শরী'য়াহ বাস্তবায়ন করার জন্য জিহাদ ও ক্বিতালের এই পবিত্র কাফেলায় মুজাহিদীনদের পাশে এসে দাঁড়াবে, নিজেদের ঘরের দরজাগুলোকে তাঁদের জন্য উম্মুক্ত করে দিবে, নিজেদের মাল দিয়ে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, নিজেদের সন্তানদেরকে এই রাস্তায় পাঠাবে, দুশমনদের যেকোন ধরনের গোপন তথ্য মুজাহিদীনদেরকে ওয়াকিবহাল করবে, নিজেদের মাশওয়ারা, ইলম ও নাসিহার মাধ্যমে মুজাহিদীনদের সাহচর্য দিবে এবং নিজেদের দো'আর মধ্যে তাদেরকে মনে রাখবে।এই অঞ্চলের প্রতিটি মুসলমানের জন্য এখন এটি ফরয দায়িত্ব যে, মুসলমানদের ঘাড়ের উপরে চেপে বসা এই ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটানোর জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করবে, যাতে বিগত ১০ বছর যাবৎ সারা দুনিয়া থেকে আগত মুহাজিরদের সাথে, আরব ও আযম থেকে আগত মেহমানদের সাথে আমাদের এই জমিনে যে ধরনের দূর্ব্যবহার ও কষ্ট তাদের কাছে পৌঁছেছে তার কাফ্ফারা দেয়ার একটি সুযোগ আমাদের হয়ে উঠে। আর এই জমিনে যেন পুরো মুসলিম উম্মাতের জন্য, প্রতিটি অঞ্চল থেকে আগত মুজাহিদীনদের জন্য, ইহুদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদের জন্য একটি সুরক্ষিত মারকাজ ও আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে ওঠে । আমরা যদি এখনো উঠে না দাঁড়াই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবং কুফ্ফারদের ভয়ঙ্কর শাস্তি দেয়ার জন্য কখনো আমাদের মুখাপেক্ষী নন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, যেখানে আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেছেন, ***"যে কেউ আমার ওয়ালী (বন্ধু)-র সাথে শত্রুতা করবে, তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করবো।"*** তাই আমরা যদি এখনো না উঠে দাঁড়াই তাহলে আল্লাহ তা'আলার অদেখা বাহিনী এখনো মজুদ রয়েছে, যা কখনো বন্যা আবার কখনো ভূমিকম্প কিংবা অন্য কোন আকৃতিতে এসে আমাদের সামনে হাজির হয়ে আসছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এগুলো থেকে হিফাযত করুন।

এখানে আমি পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার সাথে জড়িত প্রত্যকটি সদস্যকে উদ্দেশ্য করে বলছি, যার অন্তরেসরিষার দানা পরিমাণেও ঈমান অবশিষ্ট রয়েছে, আপনাদের এখনো সময় আছে আপনারা এই দাজ্জালী বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে যান। আমেরিকার খুশির জন্য, দেশের মাটির জন্য এবং বেতনের জন্য যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়ে ইসলামের জন্য, জান্নাতের জন্য এবং আখিরাতের জন্যযুদ্ধকারীদের পাশে এসে দাঁড়ান। আপনার উপর এটি আবশ্যক যে, আপনি এসকল বাহিনীর যে কোন ধরনের তথ্য মুজাহিদীনদের কাছে পৌঁছে দিবেন এবং এদের ভিতরে মুজাহিদীনদের দাওয়াহর প্রসার ঘটাবেন, আপনার বন্দুকের নলা এই বাহিনীর নেতাদের দিকে তাক করবেন এবং ঐ সকল কাজই করতে থাকবেন যার মাধ্যমে এই বাহিনী দূর্বল আর মুজাহিদীনরা শক্তিশালী হতে পারে।

এর পরেও যদি সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং গোয়েন্দা বাহিনীর যে কেউ আমাদের এই নাসিহাগুলোকে না গ্রহণ করে, তাহলে তারা শুনে রাখুক শাইখ ওসামা رحمه الله-এর রক্ত, লাল মসজিদের শহীদ বোনদের রক্ত, সীমান্তবর্তী এলাকা আর সোয়াতে হাজারো শহীদের রক্ত, ড্রোন হামলার মাধ্যমে মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের রক্ত -এই সব রক্ত এখন আমাদের উপর ঋণ হয়ে ঝুলছে। ওল্লাহি! বিল্লাহি!! তাল্লাহি!!! এই রক্তের বদলা তোমাদের রক্ত দিয়েই নেয়া হবে। আমরা আমাদের সন্তানদের অন্তরে তোমাদের প্রতি ঘৃণা ঠুকিয়ে দিবো। আর যতদিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকবো ততদিন পর্যন্ত আমরা তোমাদের ধ্বংস করতে থাকবো। আর যদি আমরা না থাকি তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এবং তারা যদি না থাকে তাহলে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায়, তোমাদের আফসোস করা ছাড়া আর করার কিছুই থাকবে না।

এই পরিস্থিতিতে আমি আমিরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমার মুজাহিদ (আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করুন)-কে উদ্দেশ্য করে কিছু বলবো, আজ তাঁর বাহিনীর একজন অন্যতম সেনাপতি, তাঁর হস্তকে মজবুতকারী এবং খুব ঘনিষ্ট বন্ধু তাঁর কাছে থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। আমি আমিরুল মু'মিনীন (আল্লাহ্ তাঁকে হিফাজত করুন)-কে এই বিষয়টির নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনার হাতের উপর শাইখ উসামা رحمه الله যে বাইয়াত দিয়েছিলেন, আমরা এখনো সেই বাইয়াতের উপর কায়েম রয়েছি। আপনার নৈকট্য পাওয়াকে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য গর্ব ও মর্যাদার বিষয় মনে করে থাকি।আপনাকে রক্ষা করা ও ইমারাতে ইসলাম আফগানিস্তানকে রক্ষা করার জন্য আমাদের জান-মাল কুরবানী করাকে আমরা এখনো আমাদের উপর শর'য়ী ফারযিয়াত মনে করি।

অবশেষে,আমি আমার সকল মুহাজির ভাইদের প্রতি, আমাদের নেতা ও নেতৃবৃন্দদের প্রতি, আমাদের সম্মানিত শাইখ বিশেষ করে শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি, শাইখ আতিয়াতুল্লাহ্, শাইখ আবু ইয়াহিয়া লিবি (আল্লাহ্ তাঁদেরকে হিফাযত করুন) সবার প্রতি উদ্দেশ্য করে বলবো, এই পরিস্থিতিতে আমার আর পাকিস্তানের মুজাহিদীন সকল ভাইদের একথা বলা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই যা উস্তাদ ইয়াসির (আল্লাহ্ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন) আল-জাজিরাতে সাক্ষাৎকারের সময়ে বলেছিলেন, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'আপনারা কি শাইখ ওসামা ও তাঁর সাথীদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্য লজ্জিত?' তখন তিনি কণ্ঠ ভরে জবাব দিয়েছিলেন যে, 'লজ্জিত! কিসের জন্য লজ্জিত বোধ করবো? বরং আমরা তো আমাদের সম্মানিত মেহমানদের কাছে ক্ষমা চাই যে, আমাদের জাতির কিছু নির্বোধ ও অজ্ঞ মানুষদের দ্বারা তাদের যে কষ্ট পৌঁছেছে সেজন্য।' আল্লাহর কসম! আমরা লজ্জিত এ কারণে যে, আমরা আমাদের মেহমানদের যেমনটি তার হক ছিল ঠিক সেভাবে রক্ষা করতে পারিনি বলে। আর আমাদেরই বর্ণের, ভাষার এবং গোত্রের লোকদের খিয়ানতের কারণে আজ আপনাদের উপর এত কষ্ট পৌঁছেছে। কিন্তু আমরা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত-এর উপর ভরসা করে এবং তাঁর রহমতের উপর আশা রেখে আপনার কাছে এবং পুরো উম্মাতের সাথে এই ওয়াদা করছি, ইনশাআল্লাহ্ আমরা শাইখ ওসামা رحمه الله সহ ঐ সকল মেহমানদের রক্তের বদলা নিয়ে তার পরে বিশ্রাম নিবো, যাদেরকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী শহীদ করেছে। আমরা প্রতিটি ঐ আহ্! এর বদলা নিবো যা পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে বন্দী মুহাজির ভাই অথবা বোনের অন্তর থেকে বের হয়েছে। আমরা ঐ সব মায়ের অন্তরের জ্বালা মিটাবো যার কলিজার টুকরোকে এই মুরতাদ সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ অথবা বন্দী করা হয়েছে। আমরা ঐ সব বোনদের চোখ শীতল করবো যার স্বামীকে এই কুলাঙ্গার সেনাবাহিনী শহীদ অথবা বন্দী করেছে। আমরা পাকিস্তানের ভূমি থেকে এই নাপাক মুরতাদদ্বীনদের অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করে সত্যিকার ঐ পাকিস্তানের রূপ দিবো,যেখানে আরব ও আযম থেকে আগত প্রতি মুহাজির ও মুজাহিদ ভাই ইসলামাবাদের রাস্তায় রাস্তায় স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে;অথচ তার অন্তরে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কারো ভয় না থাকে। আল্লাহ আমাদের এই কাজকে আঞ্জাম দানের তৌফিক দিন।আমাদের সেই শক্তি ও ক্ষমতা দান করুন যার মাধ্যমে আহলে ঈমানের ইজ্জতকে রক্ষা এবং আহলে কুফর ও নিফাক্বকে অপমানিত করতে পারি এবং যার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী মারকাজ তৈরি হয়। আমিন।

দূরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি।